দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 03 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

094

অস্তিত্বের লড়াই

ইউসুফ শরীফ

ফেব্রুয়ারী আসছে। আসছে গ্রন্থমেলা। বাংলাবাজারের সাথে লেখকদের যোগাযোগ হচ্ছে ঘন ঘন। কোন কোন লেখককে বাংলাবাজারের প্রকাশনা পাড়ায়ও দেখা যাচ্ছে। সারা বছর বই না বের হলেও লেখকদের তেমন অস্থির হতে দেখা যায় না। কিন্তু ফেব্রুয়ারীর গ্রন্থমেলায় অন্ততঃ একটি নতুন বই থাক— এটা প্রায় সব লেখকই চান। আজ এজন্য লেখকদের উদ্যোগ-আয়োজন ও তৎপরতা শুরু হয় তিন-চার মাস আগে থেকেই।

বাংলাবাজারে এখনো যেসব লেখকের প্রতি কৌতূহলী হয়নি এরকম লেখকের সংখ্যাই বেশী এদেশে। তারা সাহস করে বাংলাবাজারের দিকে পা বাড়াচ্ছেন না বটে; কিন্তু, বাংলাবাজারের বাইরে অপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদের সাথে যোগাযোগ করছেন। অপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদের আবার সমস্যা আছে পুঁজির। তাই লেখকদেরই পুঁজির একাংশের যোগান দিতে হয়— কখনো সরাসরি টাকা-পয়সার মারফত; কখনো বা এসব প্রকাশকের প্রকাশিত অনিয়মিত সংকলনের জন্য বিজ্ঞাপন যোগাড় করে দিয়ে।

আমাদের লেখকদের আর যা-ই থাক— বাড়তি খরচের মতো অর্থকড়ি যে নেই তাতো সবার জানা। কাজেই, ভরসা ছিলো নতুন ও অপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদের সংকলনে বিজ্ঞাপন যোগাড় করে দিয়ে— তার বিনিময়ে ফেব্রুয়ারী গ্রন্থমেলায় একটি নতুন বই নামোনো। এ কাজটি অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখককেও অতীতে করতে দেখা গেছে।

এতে লাভ ছিলো দু'টি ঃ প্রথমতঃ কিছু লেখকের বই প্রকাশিত হতো। দ্বিতীয়তঃ প্রতি বছর দুয়েকজন নতুন প্রকাশক মাঠে নামতেন। এরা অনেকেই লেখকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তাধন্য হয়ে প্রকাশনার সংখ্যা বাড়িয়েছেন। দুয়েকজন ইতোমধ্যে বাংলাবাজারের প্রকাশনা পাড়ায় বিক্রয় কেন্দ্র নিয়ে এই ব্যবসার জাতে ওঠেছেন। তারপরও কিন্তু এককালে যাদের আর্থিক ও বিজ্ঞাপন সহায়তায় এ ব্যবসা শুরু করেছিলেন— সেই সব লেখকদের বই স্বাভাবিক প্রচলিত পদ্ধতিতে বের করছেন বলে শোনা যায় না। তার মানে এখনো তারা পুরনো অভ্যাস বজায় রেখে কইয়ের তেলে কই ভাজছেন।

তা তারা ভাজুন। কিন্তু, সমস্যাটা হয়েছে লেখকদের। কারণ, এখন সরকারী বিজ্ঞাপন এসব নব্য প্রকাশকদের সংকলনের জন্য আর দেয়া হয় না। প্রাইভেট বিজ্ঞাপন কোন সংস্থা নেহাৎ দায়ে না ঠেকলে দেয় না এবং দিলেও সে বিল ঘুরে ঘুরে আদায় হয় না এবং কালেভদ্রে যদি হয়ও— পুরোটা হয় না। কাজেই, বই বের করতে হলে লেখকদের গাঁটের পয়সা নব্য কোনো প্রকাশকের হাতে তুলে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আর এ কাজটি কোনো পুঁজিপতি-ব্যবসায়ী বা সমাজক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তির 'সাহিত্যবিলাসী' স্ত্রীর পক্ষেই সহজ ও সম্ভব।

কাজেই, ধরে নেয় যায়, এবার বইয়ের বাজারে অপ্রতিষ্ঠিত লেখকদের বই সূর্যের আলো বিশেষ দেখবে না। তাই বলে, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের বই যে গতবারের মতোই বের হবে বা তুলনামূলকভাবে বেশী বের হবে— একথা ও কিন্তু চট করে বলে দেয়া যায় না।

বরং, অবস্থা যা দেখা যাচ্ছে তাতে সামনের ফেব্রুয়ারীতে বই প্রকাশের সংখ্যা আশংকাজনক হারে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

প্রকাশনা ক্ষেত্রে এ আশংকা দেখা দিয়েছে মূলতঃ দু'টি কারণে। প্রথমতঃ স্মরণকালের ভয়াবহতম বন্যার দরুন এবার প্রকাশকদের বিকিকিনি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। ব্যবসা ভাল না চললে নতুন বইয়ে পুঁজি বিনিয়োগ প্রকাশকরা তাদের আগ্রহ কিভাবে ধরে রাখবেন? তাই এবার যদি প্রকাশকরা হাত-পা অনেকটা গুটিয়ে থাকেন— তা অস্বাভাবিক হবে না। দ্বিতীয়তঃ বই প্রকাশের উপকরণের মধ্যে অন্যতম প্রধান যে কাগজ— গত ক'মাস ধরে সেই কাগজের দাম ধরা-ছোঁয়ার নাগালের বাইরে। জানা যায়, বই ছাপার কাগজের দাম রীম প্রতি কমবেশী তিনশ' টাকা করে বেড়ে গেছে।

এ অবস্থায় যা-ও প্রকাশকরা সীমিতসংখ্যক বই প্রকাশের উদ্যোগ নিতে পারতেন তা-ও আরো সীমিত হয়ে আসতে বাধ্য। বই ছাপার কাগজের দিনের পর দিন এ অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি শুধু যে লেখক ও প্রকাশকদের জন্য দুঃশ্চিন্তার বিষয় তা নয়; বরং, ছাপাখানা বলে যে দেশে একটা বড় ব্যবসা রয়েছে— তারও অবস্থা খারাপ হতে চলেছে। দিন কয় আগে একজন প্রেস মালিক জানালেন যে, প্রেসের কাজ-কাম প্রায় বন্ধ। কারণ, কাগজের আকাশ ছোঁয়া দাম।

মাসের পর মাস ধরে কাগজের দাম খালি বেড়েই চলে কি করে— এটা সত্যিই বুঝা মুশকিল। কাগজ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার সাথে যারা জড়িত— তারাই এ মুশকিল আসান করতে পারেন বলে মনে হয়।

যাহোক, প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি কথা বলতে হয়। 'লেখক' নামে একটি কাগজের কথা শোনা যায়। এ কাগজে বই প্রকাশ করলে নাকি 'সৌজন্য' প্রকাশ করতে হয়। সৌজন্য প্রকাশে কোনো লেখক বা প্রকাশকের অসুবিধা থাকার কথা নয়। কিন্তু মানের দিক দিয়ে নিউজ প্রিন্টের কাছাকাছি এবং দামের দিক দিয়ে হোয়াইট প্রিন্টের কাছকাছি এই কাগজটি কোনো হিসেবী প্রকাশক এবং এমনকি কোনো বেহিসেবী লেখকই বা কেন কিনবে? না, কেউ নেহাৎ দায়ে না ঠেকলে কিনছে না। অথচ, এ কাগজটি উৎপাদন ও বন্টনের ব্যবস্থা করার জন্য কেউ কেউ নাকি দারুণ আত্মতৃপ্তি পাচ্ছেন। তা যার যেমন ইচ্ছা। কেউ যশকরা করে যে আত্মতৃপ্তি পেতে পারেন না— একথা তো আর বলা যাবে না।

যাহোক, আমরা বলবো, আমাদের প্রকাশনা শিল্পটা সত্যি সত্যি যদি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হয়; তাহলে গোটা বিষয়টি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে একটি সৃষ্টিশীল পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক— এটাই আমরা চাই।